দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG 12 2002

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম এখন একমাত্র হট ইস্যু

নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপেলহিল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন কোর্সে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক

আমেরিকা থেকে নাইমুল হক পিকলু ॥ গত ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ারের ধ্বংসযজ্ঞের পর যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র হট ইস্যুই হচ্ছে ইসলাম। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস- আদালতে প্রতিদিনই এর ওপর চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তুমুল তর্ক-বির্তকের ঝড়। আমেরিকানদের ঘরে ঘরে বুকসেলফে শোভা পাচ্ছে ইংরেজীতে অনূদিত কোরআন শরীফ ও ইসলামী বই ও ম্যাগাজিন। দেদারসে বিক্রি হচ্ছে ইসলামী বই। বুকস্টলে নতুন ইসলামী বই আসামাত্রই মুহূর্তের মধ্যে খালি হয়ে যাচ্ছে সেলফ। প্রকাশকরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে রিপ্রিন্ট করতে গিয়ে। এ যেন হট কেক। কফিশপের আড্ডার টেবিলে ইসলাম, সংবাদপত্রে প্রতিদিনের রুটিন শিরোনাম ইসলাম। ইন্টারনেট চ্যাট ও মোবাইল ফোনের কথোপকথন থেকে ভেসে আসা ইসলামী আলোচনার মতো দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য রীতিমতো, ঈর্ষণীয় করে তুলেছে গোড়াপন্থী খৃষ্টানদের। মার্কিন সরকারের কূটনৈতিক ভাষায় বর্তমান যুদ্ধ ইসলামের

মিশেল, এ, সেলস

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

চ্যাপেলহিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে নয় ইসলামিক টেরোরিজমের বিরুদ্ধে যদিও পোড়াপন্থী খৃষ্টানদের বদ্ধমূল ধারণা এ যুদ্ধ আমেরিকা বনাম ইসলামী বিশ্বের যুদ্ধ। এক কথায় এ যেন ক্রুসেড। যে মুহূর্তে আমেরিকায় ইসলামকে নিয়ে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে.ঠিক সে মুহূর্তে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ইসলাম শিক্ষাকে বাধ্যকতামূলক করে নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গত ৭ আগস্ট আমেরিকার বহুল প্রচারিত ওয়াশিংটন পোস্ট 'এ টাইমলি সাবজেক্ট এ্যান্ড এ মোর ওয়ান' শিরোনামে সংবাদটি ছাপা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের চ্যাপেলহিল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রীষ্মকালীন কোর্স হিসেবে নবাগত সাড়ে তিন হাজার স্টুডেন্টের ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। 'এ্যাপ্রোচিং দ্যা কোরআন' শিরোনামে মুদ্রিত কোরআনের ৩৫টির সুরার তাফসির সম্বলিত বইটি ছাত্রছাত্রীদের ২০ থেকে ২৫ জনের গ্রুপ করে দীর্ঘ ২ ঘন্টার একটি সেমিনার রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটিই প্রথম। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বইটির লেখক মিঃ মিসেল সেলস বলেন, ইসলামই বর্তমান বিশ্বের একমাত্র টপ হট ইস্যু বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার বইটিকে তাদের ছাত্রদের কারেন্ট সাবজেক্ট পড়ানোর জন্য লুফে নিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ইরানের মরহুমা নেতা হিসেবে আয়াতুল্লাহ খোমেনী বিপ্লবের সময় আমি ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা দিলে আগে সেখানে ২০ জন শ্রোতা হতো এখন একই ইসলাম সম্পর্কে লেকচার দিলে শ্রোতা হয় কমপক্ষে ৪০০ জন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের 'ফ্যামিলি পলিসি নেটওয়ার্ক' নামের একটি পোড়া খৃষ্টান অর্গানাইজেশন নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটি মামলা ঠুকে দিয়েছে। মামলায় প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট বলেন, জনগণের অর্থে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র একটি বিশেষ ধর্মের বইকে স্টুডেন্টদের জন্য বাধ্যতামূলক করা কর্তৃপক্ষের একপেশে সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ। বইটির লেখক মিঃ মিসেল এ সেলস বলেন, বিশ্বের ১.২ মিলিয়ন মুসলমানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থকে সকল প্রকার ধর্মীয় উষ্কানির উর্ধ্বে রেখে একটি যথার্থ অর্থবোধক বই হিসেবে লিখতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তিনি আরো বলেন, ইসলাম বিশ্বের অন্যসব ধর্মের মতোই একটি ধর্ম। কোন কোন মুসলিম এটিকে শান্তির ধর্ম হিসেবে নিচ্ছে। আবার কেউ কেউ এটিকে অশান্তির ধর্ম হিসেবে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সেলস বলেন, কোন কোন মুসলিম কোরআনকে পুরোপুরি না পড়ে মাঝামাঝি অবস্থায় মাত্র কয়েকটি স্থানে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি যুদ্ধের ঘটনা পড়ে ধর্মীয় উম্মাদনায় উত্তেজিত হয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসের পথে পরিচালিত করে। বাইবেলের মাঝামাঝি স্থানেও প্রাগৈতিহাসিক রাজাদের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও ঐতিহাসিক অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ রয়েছে যা নাকি অনেক খৃষ্টানকে বিপথগামী করেছে। গত সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বস্তুবাদী ও যান্ত্রিক সমাজে ইসলামই একমাত্র এমারজিং রিলিজিয়ন হিসেবে সর্বমহলে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে দেশটির বোদ্ধামহল মনে করছে এমার্জিং রিলিজিয়ন হিসেবে ইসলামের আকাশচুম্বী সাফল্য ও অপ্রতিরোধ্য গতিধারাকে রুখে দিতে হলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সবকটি জানালা দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের ধারণা প্রবাসীরাই হচ্ছে ইসলামের বাহক। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সাদা নও মুসলিম বলেন, ইসলামকে কাউকে বাহক হতে হয় না। আসমানী কিতাবের এই ধর্মকে জমিনে নামায় বাধা দিতে পৃথিবীর সকল পারমাণবিক শক্তি একহয়েও মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি ইসলামকে আলিঙ্গন করেছি সম্পূর্ণ বই পড়ে, কোন অভিবাসীর কাছ থেকে নয়।